সাদ্দামের ‘ডানহাত’ ইবরাহিম আল-দৌরির মৃত্যু

ইরাকের সাবেক শাসক সাদ্দাম হুসেইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইজ্জত ইবরাহিম আল-দৌরির মৃত্যু হয়েছে। সাদ্দামের জীবিত ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। ইরাকি বাথ পার্টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টের মাধ্যমে তার মৃত্যুর বিষয়টি জানিয়েছে।

মিডল ইস্ট আই জানিয়েছে, বর্তমানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইরাকি সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টি আল-দৌরিকে ‘বাথ এবং ইরাকি জাতীয় প্রতিরোধের নাইট’ বলে আখ্যা দেয়। তিনি সাদ্দাম হুসেইন এবং অন্যান্য প্রয়াত বাথপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। যদিও তার মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই জানানো হয়নি।

আরব বিশ্বের প্রভাবশালী নেতা সাদ্দামের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন আল-দৌরি। সাবেক ইরাকি শাসকের ‘ডানহাত’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ২০০৩ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র অভিযান চালালে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর তাকে খুব একটা প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।

তিকরিতের কাছে এক এলাকায় জন্ম নেয়া আল-দৌরিকে ডাকা হতো ‘আইসম্যান’ নামে। এক সময় বরফ সরবরাহের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

১৯৬৮ সালে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসে ইরাকি বাথ পার্টি। সে সময় বার্থ পার্টি নেতা আহমেদ হাসান আল-বাকার ইরাকের প্রেসিডেন্ট হন, প্রধানমন্ত্রী হন সাদ্দাম হুসেইন। আল-দৌরি সে সময় মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৩ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে সাদ্দাম মার্কিন সেনাদের কাছে ধরা পড়েন। পরবর্তী ইরাকি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে এক বিচারে তাকে ফাঁসি দেয়। ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর হয়।

ফ্রান্স ‘উগ্রবাদ’কে উস্কে দিচ্ছে: ইরান

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে উগ্রবাদকে উস্কে দিচ্ছে ফ্রান্স। সোমবার (২৬ অক্টোবর) এমনই অভিযোগ করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ।

তিনি বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রথম শিকার। মুসলমানদের যারা শাসন ও শোষণ করছে তাদের দ্বারা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে।’

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘একটি ঘৃণিত অপরাধের পর বাকস্বাধীনতার নামে ১.৯ বিলিয়ন মুসলমান, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করা সুযোগ সন্ধানীদের কাজ। এটা কেবল উগ্রবাদকে উস্কে দিবে।’

সূত্র: আল জাজিরা।

সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলায় অর্ধ শতাধিক নিহত

রাশিয়ার বিমান হামলায় সিরিয়ায় ৫০ জনের বেশি বিদ্রোহী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তারা তুরস্ক সমর্থিত যোদ্ধা বলে জানা গেছে।

বিবিসির প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশে বিমান হামলাটি চালানো হয়। এতে ৫০ জনের বেশি বিদ্রোহী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। সোমবারের ওই হামলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

এদিকে, আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলা চালানো হয়েছে ফায়লাক আল-শাম নামের একটি ইসলামিস্ট গ্রুপের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যস্থতা ও পর্যবেক্ষণে ইদলিবে

যে যুদ্ধবিরতি চলছিল, এই হামলার ফলে তা লঙ্ঘন করা হলো।

সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, রুশ বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা ৭৮ জন। এ হামলায় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। সে ক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধের তারিখ ঠিক করে ফেলেছেন মোদি, বললেন বিজেপি নেতা

বেশ কিছু দিন ধরেই চীনের সঙ্গে সীমান্তে উত্তেজনা চলছে ভারতের। সম্প্রতি মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়েছে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে। এতে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহতও হয়েছেন।

ইতোমধ্যে উভয় দেশই সীমান্তে বিভিন্ন ভারী সাজোয়া যান ও যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে। সীমান্তজুড়ে সমাবেশ করেছে হাজার হাজার সেনা।

দফায় দফায় বৈঠক করেও প্রশমিত হয়নি উত্তেজনা। আসছে শীতে উত্তেজনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।
এর মধ্যেই সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে হইচই ফেলে দিলেন দেশটির উত্তরপ্রদেশ বিজেপি সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কয়েক সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে স্বতন্ত্র দেব সিং-কে বলতে শোনা যাচ্ছে, “রাম মন্দির তৈরি ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ঠিক করেছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে যুদ্ধের তারিখও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। সেই অনুযায়ী কাজ হবে।”

জানা গেছে, গত শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের এক বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয়

যাদবের বাড়িতে গিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং। সেখানে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন তিনি। এর পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির কর্মীদের সঙ্গে জঙ্গিদেরও তুলনা করেন। পরে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে স্থানীয় সংসদ সদস্য রবীন্দ্র কুশওয়া জানান, দলীয় কর্মীদের উজ্জ্বীবিত করার জন্য এই মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি। সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

বাংলাদেশি হ্যাকারদের আক্রমণে নাজেহাল ফ্রান্স, সতর্কতা জারি

বাংলাদেশি হ্যাকারদের ভয়ে ফ্রান্সজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশি হ্যাকার কমিউনিটি ‘সাইবার ৭১’ সহ বিভিন্ন দেশের হ্যাকারদের ক্রমাগত হ্যাকারদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন ওয়েবসাইট। ফলে বাধ্য হয়েই দেশটিতে জরুরি সাইবার সিকিউরিটি অ্যালার্ট জারি করেছে।

রবিবার টুইট করে এই জরুরি সতর্কতা জারি করে ফ্রান্সের সরকারি সাইবার ডিপার্টমেন্ট।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে ফ্রান্সের ওয়েবসাইট হ্যাক করতে শুরু করে হ্যাকাররা।

উল্লেখ্য, গত শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে ফ্রান্সে সাইবার হামলার চালানো হয় বলে সাইবার ৭১ কমিউনিটির কয়েকজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

হামলার শিকার হওয়ার ওইসব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখা গেছে সেগুলোতে প্রকৃত কনটেন্ট দেখা যাচ্ছে না। বরং হ্যাকারদের একটি বার্তা দেখাচ্ছে। তা হল- মহানবী (সা.)কে নিয়ে প্রকাশ্যে কটূক্তির প্রতিবাদে এই অপারেশন চালিয়েছে মুসলমান হ্যাকাররা। ফ্রান্সের

সাইবার স্পেসে খুব বিপজ্জনক হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়া হবে না, এই রকম হামলা চলতেই থাকবে।

ওয়েবসাইটগুলো হ্যাকের দাবি করা হয়েছে, ‘সাইবার ৭১’ এর ফেসবুক পেজেও।

সেখানে বলা হয়েছে, যে দেশে আমাদের রাসূল (সা.)কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সেই দেশের ওয়েবসাইটেই বাজছে এখন রাসূলের সম্মানে সংগীত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সাইবার আক্রমণে ফ্রান্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কোম্পানির ওয়েবসাইটে সাইবার আক্রমণ পরিচালনা করেছে ‘সাইবার ৭১’ ফ্রান্স এই ন্যক্কারজনক কাজের জন্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত এই আক্রমণ চলতেই থাকবে। সবার আক্রমণই আমরা আপনাদের জন্য আপডেট করতে থাকব।

সাইবার ৭১ হ্যাকিং কমিউনিটির একজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, এখন পর্যন্ত ৪০ থেকে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, সব আমরা প্রকাশ করিনি এখনও। সর্বশেষ মোট ৮টি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছি আমাদের অফিশিয়াল পেজে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে অবমাননা করার প্রতিবাদে এই সাইবার আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট টার্গেটে রেখেছি সেগুলোতেও হামলা করা হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভারত-চীন সীমান্তে পরিস্থিতি এর চেয়ে খারাপ হবে না: মার্কিন কর্মকর্তা

ভারত-চীন সীমান্তে উত্তাপ কমার কোনও লক্ষণ নেই। বিগত সাড়ে পাঁচ মাস সময় ধরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর একে অপরকে নিশানা করে দাঁড়িয়ে দুই দেশের সেনা বাহিনী। হিমালয়ের কোলে এই পরিস্থিতির

ওপর নজর রেখেছে আমেরিকা। তবে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আর বাড়বে না বলেই মনে করে মার্কিন প্রশাসন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলেছেন, “হিমালয়ের কোলে যে ঘটনা ঘটছে আমরা সেদিকে কড়া নজর রেখেছি। পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে রয়েছে আগামীতে তার থেকে খারপ হবে না বলে নিশ্চিত করতে পারি।”

ওই মার্কিন কর্মকর্তা আরও জানান, কেবল দক্ষিণ চীন সাগরের জন্যই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই ভারত-মার্কিন সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ওয়াশিংটন। তার কথায়, “দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে ওই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ, নিরাপত্তা ও বর্তমান পরিস্থিতি জড়িত। তাই এখানে ভারতের অন্তর্ভুক্তিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।”

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার ক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহেই মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক হবে। তার আগে সরকারিস্তরে দুই দেশের কর্মকর্তারা আলোচনা চালাচ্ছেন। নিয়ন্ত্রণরেখার উপগ্রহ চিত্র, লাল-ফৌজের তথ্য আদান-প্রদান, সমরাস্ত্র মোতায়েন বিষয়ে ইতিমধ্যেই ভারত-মার্কিন সহযোগিতার বহর দেখা গেছে। সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

ঘানায় গির্জা ভবনে ধস, নিহত বেড়ে ২২

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার পূর্বাঞ্চলের আখেম বাতবি শহরে প্রার্থনা সভা শেষ করার ঠিক পরপরই ‘দি চার্চ অব প্রোজপারেটি’ নামক গির্জাটি ভেঙে পড়ে। তিন তলা এই গির্জার ভবন ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ জন। মঙ্গলবার ভবনটি ধসে পড়ে।

ধসের ঘটনায় যে ২২ জন নিহত হয়েছেন এরমধ্যে দশ নারী, দশ পুরুষ ছাড়াও এক শিশুও রয়েছে বলে নিশ্চিত করে দেশটির জাতীয় দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা এক বিবৃতিতে জানায়, উদ্ধারকর্মীরা চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আট জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। ভবনটি ভেঙ্গে পড়ার সময় প্রায় ৬০ জন লোক সেখানে ছিলেন।

দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে, গির্জার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আইজাক ওফোরি যিনি আকোয়া আইজাক নামে পরিচিত। তিনি পুলিশি তদন্তে সহায়তা করেন। বলা হয়েছে, ঘটনার সময় হঠাৎ করেই গির্জার ভেতরে কোনো একটি অংশ ভেঙে পড়ে। কিছু মানুষ বের হতে পেরেছে, বাকিরা আটকা পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফের বিবাদে জড়াচ্ছে তুরস্ক, নেপথ্যে রাশিয়ান অস্ত্র

অপ্রথমবারের মতো রাশিয়ার মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ পরীক্ষা চালিয়েছে তুরস্ক। গতকাল শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোগান। এসময় বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে নিশ্চিত করেন তিনি।

এদিকে, এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা চালানোয় যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ যুক্তরাষ্ট্র চায় না তুরস্ক রাশিয়ার তৈরি এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয় করুক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এমন ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করেই কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী তুরস্কের একটি শহর থেকে রাশিয়ার তৈরি এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা চালিয়েছে তুর্কি সেনাবাহিনী।

এ বিষয়ে এরদোগান বলেন, আমাদের সক্ষমতা থাকার পরও আমরা কেন

পরীক্ষা চালাব না? আমরা অবশ্যই এজন্য আমেরিকার কাছে পরামর্শ চাইব না। আমরা আমেরিকার কাছে এজন্য তো অনুমতি নিতে যাব না। আমরা আমাদের কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা আমাদের পথে ধারাবাহিকভাবে চলব। আমরা ধারাবাহিকভাবে করবে এটার পরীক্ষা চালাব।

কাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে ঘোষণা দিল ইরান

যারা কেবল আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করবে কেবল তাদের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করবে ইরান।

ইরান সরকারের মুখপাত্র আলী রাবিয়ি শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরবি-কে এক সাক্ষাৎকারে এই ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, যেসব দেশ ইরান থেকে অস্ত্র কিনতে চায় তারা শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তা কিনতে পারবে। কোনও দেশ যুদ্ধকামী নীতি থেকে ইরানি অস্ত্র কিনতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, কোনও দেশ ইরান থেকে অস্ত্র কিনতে চাইলে তাকে ইরানের শর্ত মেনেই তা করতে হবে, কোনও দেশ তাদের নিজেদের শর্ত ইরানের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। অস্ত্র ক্রেতাদের দেশগুলোকে অবশ্যই অস্ত্র কেনার যৌক্তিক এবং নৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে হবে, তারা কেউ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে ইরানের অস্ত্র কিনতে পারবে না।

আলী রাবিয়ি সুস্পষ্টভাবে বলেন, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি এবং কাঠামোর ভেতরে থেকেই ইরান অস্ত্র বিক্রি করবে।

তিনি বলেন, “আমরা প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের ভক্ত নই, আমরা শান্তি চাই এবং মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্র-গুদামে পরিণত করতে চাই না।”

ইরান সরকারের মুখপাত্র আরও বলেন, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্রের গুদামে পরিণত করেছে এবং এর মাধ্যমে মূলত মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন। তাদের কাছে সবসময় মানুষের জীবনের চেয়ে অর্থগত লাভটাই বেশি পছন্দের।

সমুদ্রেও অপ্রতিরোধ্য, ভারতের হাতে এখন সাবমেরিন বিধ্বংসী রণতরী

‘ব্লু ওয়াটার নেভি’ অর্থাৎ খোলা সমুদ্রে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে উঠেছে ভারত। এবার দেশটির সামরিক শক্তি আরও বাড়িয়ে নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক সাবমেরিন বিধ্বংসী রণতরী আইএনএস কাভারাত্তি। খবর সংবাদ প্রতিনিদের।

বুধবার, স্টেলথ করভেটটির নৌসেনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশাখাপট্টনমের নেভাল ডকয়ার্ডে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানে আইএনএস কাভারাত্তির আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি করেন স্থলসেনা প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। এই মর্মে এক বিবৃতিতে নৌসেনা জানিয়েছে, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই যুদ্ধজাহাজ।

উল্লেখ্য, ভারতের অভিযোগ জলদস্যু দমনের নামে প্রায়ই ভারত মহাসাগরে ঢু মারছে চীনা রণতরী। লাদাখে কমিউনিস্ট দেশটির আগ্রাসন সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনওভাবেই সম্প্রসারণবাদী নীতি থেকে পিছু হটবে না বেইজিং। তাই সাগরেও সাগরেও টেক্কা দিতে তৈরি হচ্ছে ভারতয়ি নৌসেনা।